কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১-২৪৬৭ তারিখ ঃ ২৪/১২/১৬

সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১১/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি এর ৮৫ তম সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্ত : .... পৃষ্ঠা।

(এস. এম, সিরাজুল ইসলাম)
পরিচালক
ও
সদস্য সচিব
কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ই-মেইলঃ dir@sca.gov. bd

বিতরণঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।	সভাপতি
২।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।	সদস্য
৪।	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
৫।	পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৭।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৯।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১০।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), কৃষিভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।	সদস্য
১২।	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০।	সদস্য
১৩।	কটন এগ্রোনামিষ্ট, তূলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর।	সদস্য
১৪।	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন,১৪৫ ছিদ্দিক বাজার ১ম ফ্লোর, সিটি ষ্টেইট এনএ, জীপ কোড, ১০০০, ঢাকা।	সদস্য
১৫।	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ১৪/১ পশ্চিম আগারগাঁও, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।	সদস্য
১৬।	--- ।	

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৫ তম সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৫ তম সভা ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। এস. এম. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুর, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী যাতে অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারে সেজন্য উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রদানের আহবান জানান। অত:পর বিষয় ভিত্তিক আলোচ্যসূচী সভায় উপস্থাপনের জন্য ড. মোঃ জাকির হোসেন, উপপরিচালক (সীড রেগুলেশণ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ১: জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৪ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৪ তম সভা ৩০ আগষ্ট, ২০১৬ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৫ সেপ্টেম্বর/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ১৫০৪(২০) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের নিকট বিতরণ করা হয়। অদ্য এ বিষয়ে আলোচনা শেষে ৮৪তম সভার আলোচ্য সূচী ২ বোরো ২০১৫-১৬ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফলে সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিমিটেড এর হাইব্রিড হীরা-১৯ (PAN-809) হাইব্রিড জাতটি '৫টি অঞ্চলে স্ট্যান্ডার্ড চেক হতে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় সুপ্রিম হাইব্রিড ধান-১১ (PAN-809) হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধন এর জন্য ঐক্য মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৪ তম সভার কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বিষয় ২: বোরো /২০১৫-১৬ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফলে "সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিমিটেড এর হাইব্রিড হীরা-১৯ (PAN-809) হাইব্রিড জাতটি '৫টি অঞ্চলে স্ট্যান্ডার্ড চেক হতে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় সুপ্রিম হাইব্রিড ধান-১১ (হাইব্রিড হীরা ১৯-PAN-809) হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।" অনুচ্ছেদটি ১.১৩ হিসেবে সংযোজন করে পরিসমর্থিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়: ২ঃ আউশ ২০১৫-১৬ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ড. মোঃ জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক (সীড রেগুলেশন), জানান আউশ/২০১৫-১৬ মৌসুমে ৩ টি বীজ কোম্পানী /প্রতিষ্ঠান ৩টি হাইব্রিড জাতের বীজ ট্রায়ালের জন্য জমা প্রদান করেছে। যা নিম্ন ছকে প্রদর্শন করা হলোঃ

১ম বর্ষ ২টি, ২য় বর্ষ ১টি- মোট ৩ টি।

ক্র নং	কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিমিটেড	হাইব্রিড সুবর্ণ-১১ ((SHD-661)	নিজস্ব	১ম বৎসর
২	গোল্ডেন বার্ন কিংডম প্রাইভেট লিমিটেড	JBK (JD013)	চায়না	১ম বৎসর
৩	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	BERASKU	চায়না	২য় বৎসর

উক্ত হাইব্রিড জাতের সাথে নির্ধারিত চেকজাতসহ মোট চারটি জাত ৫টি অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। কোড নম্বর H- ১১৪৫, H- ১১৪৬, H- ১১৪৭ ও H-১১৪৮ মোট ৪(চার)টি জাতের মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য-সচিব ও

আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের ফলাফল কোড ভিত্তিক তৈরী পূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করেন। উক্ত মাঠ মূল্যায়ন কোড ভিত্তিক ফলাফল Compilation পূর্বক পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। অত:পর সভায় গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করার জন্য সভাপতি কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড মহোদয়কে পরিচালক, এসসিএ অনুরোধ জানান। সকল সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করা হয় । পরিচালক, এসসিএ, সকল সদস্যবৃন্দের সামনে বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রায়ালের ফলাফল প্রকাশ করেন। প্রস্তাবিত ৩টি জাতের ফলন বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। ১ম ও ২য় বর্ষে মূল্যায়নকৃত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর BERASKU জাতটি অনফার্ম ও অনস্টেশনে একই সাথে ৩টি অঞ্চলে ২০% বা তার অধিক heterosis না পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ আউশ মৌসুমে বিএডিসি কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের BERASKU হাইব্রিড জাতটি অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয়ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে দুই বছরের গড় ফলন তিন কিংবা তিনের অধিক স্থানে heterosis ২০% বা তার বেশী না হওয়ায় নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো না।

আলোচ্য বিষয় ৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত ২ টি গমের কৌলিক সারি ক) BAW-1182 খ) BAW-1202 যথাক্রমে বারি গম ৩১ ও বারি গম ৩২ হিসাবে ছাড়করণ ।

ক) বারি গম ৩১ (BAW-1182)ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩১ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত । KAL/BB, YD এবং PASTOR নামক ৩টি সিমিটের জাতের সাথে শংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় । বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে বিএ ডব্লিউ ১১৮২ নামে এ জাতটি নির্বাচন করা হয় । বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি তাপ সহনশীল, দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযোগী । ৪ থেকে ৬টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃ মিঃ । শীষ বের হতে ৬২-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১০৯ দিন সময় লাগে । শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫২ টি । দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী এবং হাজার দানার ওজন ৪৬-৫২ গ্রাম । জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৪০০-৫০০০ কেজি । চারা অবস্থায় কুশিগুলো কিছুটা হেলানো থাকে । গাছের রং গাঢ় সবুজ । উপরের কান্ডের গিড়ায় অল্প সংখ্যক রোম (Hair) থাকে । নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো থাকে । শীষে ও কান্ডে মোমের আবরন হালকা ভাবে থাকে যা নিশান পাতার খোলে মধ্যম মাত্রায় থাকে । স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও আকারে সমান, ঠোঁট ছোট (<৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে ।

এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি মধ্যম মাত্রার তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে ।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ রবি মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরসহ ৫টি অঞ্চলের ১১টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১১ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩.৫ টন/হেঃ এবং চেক জাত বারি গম ২৪ এর ফলন ৩.১৩ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ১১টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থানে মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ২টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে ৬টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে ।

খ) বারি গম ৩২ (BAW-1202)

গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩২ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত । গমের প্রচলিত জাত শতাব্দী ও গৌরব জাতের সাথে শংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় । বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে বিএডব্লিউ ১২০২ নামে নির্বাচন করা হয় । বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক